দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 20 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

বর্তমান সময়ে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এ পরীক্ষায় ছোট-খাট সামান্য ভুলের জন্য একজন পরীক্ষার্থীর অবস্থান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বলে বুঝানো কষ্টসাধ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাল ফল করা আর ভর্তি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া— এ দুটোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। প্রথম ক্ষেত্রে প্রাইভেট টিউটরের তৈরী করে দেয়া সংক্ষিপ্ত সাজেশন ও নোট পড়ে ভাল নম্বর পাওয়া সহজ ব্যাপার— যা দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ নয়। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বইসমূহের সমস্ত মৌলিক বিষয়সহ বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ও জানতে হয়। আর এ জন্য ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র-ছাত্রীই ভর্তি পরীক্ষার আগ থেকে প্রচুর পড়াশোনা করে থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নম্বর সংযুক্তির কারণে ভর্তি পরীক্ষায় অধিক নম্বর পেয়ে নিজেকে সফল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত করেও একজন ছাত্র পূর্বের পরীক্ষায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে ভর্তি পরীক্ষায় কম নম্বরপ্রাপ্ত অনেক পরীক্ষার্থীর পেছনে পড়ে ভর্তির সুযোগ হারায়। তাই ভর্তি পরীক্ষায়প্রাপ্ত নম্বরকেই ভর্তির চূড়ান্ত যোগ্যতা হিসেবে ধরার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

—শায়লা শারমীন (সোনিয়া) ও
ফারহানা কিবরিয়া (সুমি)
নয়াটোলা, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭।

বিএসসি টেকনোলজী কোর্স চালু করা হোক

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার পুরা করার দায়িত্ব সরকারের। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, জেলা সদর হাসপাতালে, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে কর্মরত বিভিন্ন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্টগণ যারা "ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজী" থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়েছি, তাদের দীর্ঘ দিনের দাবী বাংলাদেশে বিএসসি (মেডিকেল/ ফার্মেসী) টেকনোলজী কোর্স চালু করার। এ ব্যাপারে "বাংলাদেশ হেল্‌থ টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট" সমন্বয় পরিষদ-এর সংগে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন সময় ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে আমরা আশ্বাসও পেয়েছি। কিন্তু, তা কেবল কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ। আমরা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট অনুরোধ করছি, 'আর দেরী নয়— অবিলম্বে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং ফার্মাসিস্টদের জন্য উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে বাংলাদেশে "বিএসসি (মেডিকেল/ফার্মেসী) টেকনোলজী" কোর্স চালু করা হোক।

মোঃ মনিরুল ইসলাম মনির,
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এসোসিয়েশন,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা।

ভর্তি ফরমের দাম কত?

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বহারার পার্টিতে ভরে গেছে। এমনকি পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সর্বহারা চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য চরমে। উল্লেখ্য, মৌলবী বাজার জেলার সদর উপজেলাধীন শাহ্ হেলাল উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৯১ এসএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশংসাপত্র প্রদানকালে ৫০ টাকা হারে বিনা রসিদে চাঁদা আদায় করা হয়েছে। অবশ্য, সেটা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওদিকে, মৌলবীবাজার সরকারী কলেজে চলতি বছর একাদশ শ্রেণী ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিকটে ৬০ টাকা হারে ভর্তি ফরম বিক্রি করা হচ্ছে। এ আয় সরকারের কোন খাতে দেখানো হবে। সেটা তো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। উভয় ক্ষেত্রে সর্বহারাদের চাঁদার হার ২০ টাকা হলে হয়ত সহ্য করা যেত। বাইরের সর্বহারাদেরে গালি দেই; অথচ আমরা শিক্ষিতরাই সর্বহারা পার্টির সদস্য বনে যাই। এ কেমন কথা?

—মোঃ হাবিবুর রহমান,
মৌলবীবাজার।

মেডিক্যাল টেকনোলজি কার্ডিওগ্রাফিতে ভর্তির আবেদন

সরকার চিকিৎসা কারিগরিবিদ্যার উন্নতির লক্ষ্যে তিন বছর মেয়াদী মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্সের ল্যাবরেটরী, রেডিগ্রাফী, ডেন্টাল, ফিজিওথেরাপী, স্যানিটারী প্রভৃতি শাখায় ডিপ্লোমা প্রদান করছেন। ডিপ্লোমাধারীরা দেশের বড় হাসপাতাল থেকে মফঃস্বল হাসপাতালগুলোতেও বিভিন্ন রোগ নিরূপণে ভূমিকা পালন করছেন। এ দেশের অগণিত হৃদরোগীর রোগ নিরূপণে আজকাল মফঃস্বল শহরেও ইসিজি মেশিন স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ মেশিনগুলো চালিত হয় অনভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণবিহীন লোকদের দ্বারা। ফলে অনেক সময় মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সরকার যদি মেডিক্যাল টেকনোলজির অন্যান্য শাখার মত কার্ডিওগ্রাফিতে ডিপ্লোমা প্রদানের ব্যবস্থা নিতেন তবে হৃদরোগীদের রোগ নিরূপণে বিভ্রান্তির অবসান হতো। আশা করি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি সুনজর দেবেন।

—মোঃ মতিউর রহমান কবীর
গ্রাম: ফানুর, পোঃ জাটিয়া
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

মেডিকেল কলেজ চাই

কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুর, বগুড়া, খুলনা ও ফরিদপুরে পর্যায়ক্রমে চারটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন, অকুণ্ঠচিত্তে প্রধানমন্ত্রীর এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নোয়াখালীতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আজ পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। তাই নোয়াখালীতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ মাহবুবুল ইসলাম (সোহেল)
দ্বাদশ বিজ্ঞান,
নোয়াখালী সরকারী কলেজ।

গ্রেস নাম্বারের বিড়ম্বনা

গত ৩ বছর যাবত এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেস নাম্বারের পরিবর্তে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু ছিল। এতে কোন বিভাগ না থাকায় ৬০০ নাম্বার পেয়েও অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উন্নত কলেজে ভর্তি হতে পারত না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টালের পরিবর্তে গ্রেস নাম্বার দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু এতেও একই সমস্যা। এক্ষেত্রে বিভাগ থাকা সত্ত্বেও বিপা লেখা থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা কোন উন্নত কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। তাহলে গ্রেস নাম্বারপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় ভর্তি হবে? এ প্রশ্ন সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ মনির হোসেন
গ্রাম: চুনকুটিয়া, পোঃ সুভাড্যা
উপজেলা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

52